14

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 24 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা: 12 কলাম 4

তেজগাঁও মহিলা কলেজে জটিল পরিস্থিতি

কাগজ প্রতিবেদক : রাজধানীর তেজগাঁও মহিলা কলেজের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। অধ্যক্ষার কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রী, অধিকাংশ শিক্ষক এবং পরিচালনা বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তারা অবিলম্বে কলেজ চালু করার জন্য অধ্যক্ষার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে, অধ্যক্ষা তার সিদ্ধান্তে অটল আছেন।

গতকাল সোমবার সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা গেছে, শত শত ছাত্রী কলেজে এসে ক্লাস রুমে ঢুকতে না পেরে বারান্দা বা সিঁড়িতে বসে আছে। কলেজের শিক্ষকরা মূল ভবনের সামনে খোলা জায়গায় চেয়ার পেতে বসে আছেন, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কলেজ পরিচালনা বোর্ডের বেশ কয়েকজন সদস্য।

ছাত্রীরা থেকে থেকেই কলেজ খোলার জন্য শ্লোগান দিচ্ছিলো। শিক্ষক ও কর্মচারীরা জানান, রোববার ক্লাস শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরে অধ্যক্ষা অফিস কর্মচারীদের কাছ থেকে কলেজের ক্লাসরুমসহ বিভিন্ন রুমের চাবি নিয়ে যান। কলেজের হিসাব বিভাগের কর্মী সাবিত্তা জাবিন বলেন, অধ্যক্ষা যাওয়ার সময় কলেজের ৬টি ব্যাংক একাউন্টের চেক বই, কলেজ ভবনের জমির দলিল, তার ব্যক্তিগত ফাইলসহ সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু কলেজ বন্ধ ঘোষণার ব্যাপারে তিনি তখন কিছু বলেননি।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী আজিজা সুলতানা বলেন, কয়েকদিন আগে শুনেছিলাম বন্যার কারণে বন্ধ হবে, কিন্তু আজ সকালে কলেজে এসে দেখি সব রুম বন্ধ, পত্রিকা পড়ে জেনেছি প্রিন্সিপ্যাল আপা কলেজ বন্ধ করে দিয়েছেন। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রী ফারহানা করিম বলেন, আমাদেরকে এভাবে হয়রানি করার কোনো মানে হয় না। আমরা ক্লাস করতে চাই।

এদিকে, বেশ কজন শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্য অধ্যক্ষার সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছেন। তারা বলেন, বর্তমান সভাপতি খানে আলম খানকে সভাপতি পদে বহাল রাখলে কলেজের কোনো উন্নতি হবে না, একারণেই সকল শিক্ষক এবং কমিটি সদস্যরা সাংসদ ডা. এইচ বি এম ইকবালকে সভাপতি করার পক্ষে। তারা বহু অনুরোধ করে ডা. ইকবালকে এ দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে রাজি করিয়েছেন বলেও জানান। কিন্তু অধ্যক্ষার একক সিদ্ধান্তের কারণে তা হচ্ছে না এবং কলেজের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তারা অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগও এই প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরেন।

অধ্যক্ষা শাফিনাজ বেগমের সঙ্গে গতকাল তার বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ২৫ বছর ধরে তিনি তিলে তিলে এই কলেজকে গড়ে তুলেছেন। এখন মুষ্টিমেয় স্বার্থবাদীর চাপের কাছে তিনি নতি স্বীকার করবেন না। তিনি বলেন, শিক্ষকদের অনেককেই স্বার্থবাদীরা জোর করে বা হুমকি দিয়ে তাদের দলে টেনেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২৭ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৬/৭ জন এই কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বর্তমান সভাপতি সভায় আসেন না বলে শিক্ষকদের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, গত দেড় বছরে ৮টি বৈঠকের ৭টিতেই তিনি উপস্থিত ছিলেন, যার কাগজপত্র তার কাছে আছে।

অধ্যক্ষা বলেন, আমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেলে কলেজে যাবো। তবে শিগগিরই এ সংকট সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী। এ ব্যাপারে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন বলে জানান। তিনি বলেন, একক সিদ্ধান্তে তিনি কলেজ বন্ধ করেননি, সভাপতির অনুমোদন নিয়েই বন্ধ করেছেন। ডা. ইকবালের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এমপি সাহেবকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আমি তার বিরোধী নই, কিন্তু তার নাম ব্যবহার করে বহিরাগতরা আমার ওপর নানা চাপ সৃষ্টি করেছে।'

এ ব্যাপারে সাংসদ ডা. ইকবালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তার দায়িত্ব আছে, আলাদা করে ঐ কলেজের দায়িত্ব নেওয়ার কিছু নেই। তবে কলেজের অধ্যক্ষার একক সিদ্ধান্তে কলেজটি বন্ধ হয়ে থাকবে তা হতে পারে না, কলেজ অবশ্যই চালু করা হবে। তারপরে দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে কথা বলা যাবে।

গতরাতে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, আজও তারা ছাত্রীদের কলেজে আসতে বলেছেন। পরে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।